R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন ঃ ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সকলের প্রিয় এবং মুখরোচক
স্পেশাল লাড্ডু
ও
শ্লাইজ ব্রেডের
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান
সতীমা বেকারী
মিঞাপুর
পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

৭৪শ বর্ষ. ১৪শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২রা ভাদ্র বুধবার, ১৩৯৪ সাল। ১৯শে আগষ্ট, ১৯৮৭ সাল। | নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা বার্ষিক ২০৲ সডাক

জঙ্গিপুরের বন্যায় সরকারী ত্রাণ নেই, মৃত চার, কংগ্রেসীরা বিক্ষোভে উত্তাল

জঙ্গিপুর ঃ বন্যার তাণ্ডবে রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের চল্লিশ হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। ২৮ লক্ষ টাকার ফসল জলের নিচে। মন্দির, মসজিদ, গবাদি পশু সবকিছু ভেসে গেছে। নাড়ুখাকি গ্রামের ইদ্রিশ আলী, তাঁর স্ত্রী ও ছেলে মেয়েসহ চারজন বন্যার জলে ডুবে মারা গেছেন বলে খবর। গ্রামবাসীরা যখন ত্রাণের জন্য হাহাকার করছেন তখন ২নং ব্লকের আমলারা অফিসে বসে বন্যার রিপোর্ট পাঠাতে ব্যস্ত। দুর্গত মানুষদের কাছে এক কণাও ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছয়নি। কাতারে কাতারে বন্যা বিধ্বস্ত মানুষ ছুটে আসছেন ত্রাণ সামগ্রী, ওষুধ, পানীয় জলের আশায়। বি ডি ও সেলিম পটুয়া দুর্গত মানুষদের ফাঁকা বুলি দিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। তাঁর কথায়—ত্রাণের সামগ্রী এখনও এসে পৌঁছায়নি। তাঁর হাত-পা বাঁধা। বেশ কয়েকদিন অতিবাহিত হলেও ত্রাণ সামগ্রী কেন এসে পৌঁছল না —এ ব্যাপারে সি পি এম নেতৃত্ব আশ্চর্যজনকভাবে নীরব থাকায় স্থানীয় মানুষ ক্ষুব্ধ। ব্লকের ফ্লাড ইন্সপেক্টর মোয়াজ্জেম হোসেন নিয়মমাফিক অফিসে আসছেন মাত্র, কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। বর্তমান পরিস্থিতিতে যেখানে যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে বন্যা ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে এসে দাঁড়ানোর প্রয়োজন সেখানে ফ্লাড ইন্সপেক্টর যথারীতি দুপুর তিনটের সময় অফিস ছেড়ে বাড়ী অভিমুখে লালগোলা ছুটছেন। বিগত দশদিন ধরে বন্যার ব্যাপক তাণ্ডবেও বি ডি ও কোন জরুরী বৈঠক ডাকেননি বা সরকারীভাবে অফিস কর্মীদের সঙ্গে বন্যা দুর্গত মানুষদের সাহায্যের ব্যাপারে কোন আলোচনা করেননি। গত ১৮ আগষ্ট স্থানীয় বিধায়ক হাবিবুর রহমান একদল কংগ্রেস কর্মী নিয়ে (৫ম পৃষ্ঠায়)

সিটুর অভিযোগ—ম্যানেজমেণ্টের ইচ্ছাকৃত অবহেলায় বিদ্যুৎ প্ল্যাণ্টের ক্ষতি হচ্ছে

নবারুণ পয়েন্ট ঃ ফরাক্কা বিদ্যুৎ প্রকল্পের ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের (সিটু) পক্ষ থেকে এক বিশেষ বুলেটিন মারফৎ জানান হয়—বড় বড় সংবাদপত্রে ম্যানেজমেন্টকে সন্তুষ্ট করতে প্রকল্পের যাবতীয় ক্ষতির দায় চাপানো হয়েছে শ্রমিকদের উপর। সেইসব সংবাদপত্রে শ্রমিক অসন্তোষকে খুব বড় করে দেখিয়ে বলা হয়েছে শ্রমিকদের অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্মে প্ল্যাণ্টের যাবতীয় কাজের ক্ষতি তো হচ্ছেই, তদুপরি উৎপাদন ব্যাহত হয়ে ৪০০ থেকে ৭০ মেগাওয়াটে নেমে এসেছে। কিন্তু এইসব সংবাদপত্র হয়তো ভুলে গেছেন কিংবা ইচ্ছা করেই সব কিছু জেনেও ম্যানেজমেণ্টের ত্রুটি চেপে যাচ্ছেন! নইলে তাঁরাই তো অভিযোগ এনেছিলেন প্রযুক্তিবিদরা নিম্নমানের মেসিনারী ও ইকুইপমেণ্ট ব্যবহারের ছাড়পত্র দিয়ে কাজের গতি শ্লথ করতে সাহায্য করছেন। সিটু ইউনিয়ন আরও জানান, শ্রমিক অসন্তোষ কাজের ক্ষতি কোন ক্রমেই করছে না। বৃহৎ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করার কথা, কিন্তু সেক্ষেত্রে তা হয়নি। প্রযুক্তিবিদ বা ম্যানেজমেণ্টের নিম্নমানের মেসিনারী ও ইকুইপমেণ্ট ব্যবহারের ফলে উৎপাদন যা হবার কথা তা হয়নি। উপরন্তু অনভিজ্ঞ ঠিকাদারদের দিয়ে আশানুরূপ কাজ করানো সম্ভব হয়নি। যে পরিমাণ (শেষ পৃষ্ঠায়)

জঙ্গিপুর পুরসভার হালফিল চিত্র

রঘুনাথগঞ্জ ঃ মহামান্য হাইকোর্টের ১০ আগষ্টের আদেশবলে বাতিল পুরসভার কমিশনাররা পুনরায় চেয়ারে বসলেন। এ ব্যাপারে মহকুমা শাসকের সঙ্গে যোগাযোগ করলে জানা যায়, ১০ আগষ্টের হাইকোর্টের আদেশের কপিসহ পুরপতি পরমেশ পাণ্ডে একখানি চিঠি তাঁকে দিলে তিনি সেই আদেশ মেনে নিয়ে পরমেশ পাণ্ডেকে পুরপতি হিসাবে যোগদানে সম্মতি দেন। পুরপতি পরমেশ পাণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি জানান, তিনি উচ্চ আদালতের আদেশে ২১ আগষ্ট পর্য্যন্ত এই পদে বহাল (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাসের প্রয়োজনে যাত্রীরা আন্দোলনে নামবেন

সাগরদীঘি ঃ বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া সাগরদীঘি মনিগ্রাম রুটে দীর্ঘদিন ধরে বেশ কয়েকটি বাস না চলার ফলে বাসযাত্রীরা ভীষণ অসুবিধার মধ্যে পড়েছেন। স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, চাকুরিজীবী, রোগী রঘুনাথগঞ্জ বা বহরমপুরে সময় মতো যাতায়াত করতে পারছেন না। যে বাসগুলো বন্ধ আছে তার মধ্যে মুন্না, নেশার-২, সহিদ, পরিবর্তে অতিক্রম, কালীকৃষ্ণ, মালতী, নীল সরস্বতী উল্লেখ্য। শুভলক্ষ্মীর অনিয়মিত চলাচলেও বাসযাত্রীরা ভরসা পান না। এই রুটে বাস মালিকদের খেয়ালখুশি মতো বাস চালানো এবং দীর্ঘদিন বাস বন্ধ করে রাখায় যাত্রীরা ক্ষুব্ধ। বাসযাত্রীদের এক অভিযোগপত্র জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের মাধ্যমে জেলা শাসকের কাছে পাঠানো হয়েছে বলে খবর। জেলা প্রশাসন বন্ধ বাসগুলো সত্বর ও নিয়মিত চলাচলের ব্যবস্থা না করলে তাঁরা আন্দোলনে নামবেন বলেও অভিযোগপত্রে জানানো হয়েছে।

পুনরায় জনতা চা ঃ প্রতি কেজি ২৫-০০টাকা
চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন ঃ আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২রা ভাদ্র, বুধবার ১৩৯৪ সাল।

৪১তম বর্ষে

আমাদের স্বাধীনতা লাভের চল্লিশ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া ৪১তম বর্ষ পড়িয়াছে। গত ১৫ই আগষ্ট সারা দেশে উদ্দীপনার সহিত দিনটি উদ্‌যাপিত হইয়াছে। প্রথানিদ্ধ আকারে রাজধানীর লালকেল্লায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন, প্রধান মন্ত্রীর ভাষণ ইত্যাদি এবং রাজ্যে রাজ্যে পরিপূর্ণ মর্যাদা সহকারে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া এই দিনে স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়। পূর্বদিন রাত্রে ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রপতি জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়াছেন। তাহাতে তিনি আগামী দিনের আশা-আকাঙ্খার কথা শুনাইয়াছেন এবং এক ঐক্যবদ্ধ সুস্থ জাতিগঠনের আহ্বান জানাইয়াছেন।

প্রতি বৎসর দিনটি এই রকম ভাবেই উদ্‌যাপিত হয়। এবারের স্বাধীনতা দিবসের উদ্‌যাপনে বহু ক্ষেত্রেই প্রশ্ন দেখা দিয়াছে। কী পাইবার কথা ছিল আর পাইলামই বা কী—সে চিন্তা সকলেরই। পানা-শেওলাপূর্ণ পুষ্করিণী হইতে জল লইতে গেলে হাত দিয়া উহাদের কিছুটা সরাইয়া দিয়া জল লওয়া হয়। কিছু পরেই সেই পানা-শাওলা দুলিতে দুলিতে অগ্রসর লইয়া শূন্যস্থান পূরণ করিয়া দেয়। তেমনি ১৫ই আগষ্ট আমাদের সংগ্রাম, আমাদের দুঃখবরণ, আমাদের আগামী দিনের লক্ষ্য প্রভৃতির আলোচনায় স্বাধীনতা উত্তর দেশের রাষ্ট্রীক ও সামাজিক জীবনে পুঞ্জীভূত বিবিধ ক্লেদ জঞ্জাল কিছুটা সরিয়া গিয়া আমাদিগকে এক সুস্থিত ঐক্যবদ্ধ জাতির প্রেরণায় উদ্দীপিত করিয়াছিল। অনুষ্ঠান শেষে চিন্তা জাগিল উপরিউক্ত জঞ্জাল আবার জাতীয় জীবনকে আবার আচ্ছন্ন করিয়া দিবে কিনা।

কেননা, অভিজ্ঞতায় বলে যে, বিদেশীর শোষণ অন্তেও আজ স্বদেশীর শোষণ চলিয়াছে আর সেই শোষণ-যন্ত্রের বিঘূর্ণনে নিষ্পিষ্ট আমাদের স্বচ্ছলতার আশা দূর অস্ত। শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থায় সামঞ্জস্য না থাকায় দেশে বেকারত্ব ক্রমবর্দ্ধমান। মুদ্রাস্ফীতি এবং জিনিসের অগ্নিমূল্যতা ও বিবিধ দুর্নীতির চক্র বিপুল সংখ্যক মানুষকে দারিদ্র্যসীমার নিম্নে ফেলিয়া রাখিয়াছে। বাঁচার লড়াইয়ে চতুর্দিকে নিরাপত্তার দারুণ অভাব। দেশে ক্রমবর্দ্ধমান মারদাঙ্গা, -কাতি, রাহাজানি ও আইন-না-মানা-আইন। পদলাভের দ্বন্দ্বে ন্যায়নীতি-চক্ষুলজ্জা চলিয়া গিয়াছে। বিচ্ছিন্নতা-বাদের প্রবৃত্তি ক্রমবর্দ্ধমান, নানা 'স্থান' সৃষ্টির জিগির উঠিতেছে। আর তাহারই ফলশ্রুতি হিসাবে অন্তর্ঘাত মূলক ক্রিয়াকলাপে দেশের ধনসম্পত্তি ও প্রাণের অকল্পনীয় ক্ষতি। প্রতিবেশী কোন কোন রাষ্ট্র ভারতের মাটি দখল করিবার জন্য দেশের অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা এবং উগ্রপন্থা তৎপরতাকে মনে মনে স্বাগত জানাইতেছে।

স্বাধীন দেশের নাগরিক নিশ্চয়ই প্রাণের মূল্য দিয়া এই হীন অপচেষ্টা দূর করিতে দৃঢ়সংকল্প হইবেন। এই সঙ্গে রাষ্ট্রনায়কদিগকেও ভাবিতে হইবে। মুদ্রাস্ফীতি প্রভৃতি কারণে ধনী ক্রমশ ধনী এবং গরীব ক্রমশ গরীব হইতে থাকিলে, সরকারী মহলে দুর্নীতি ও জনসাধারণের একাংশ দ্বারা শোষণের ধারা অব্যাহত গতিতে চলিলে, আইন-শৃঙ্খলা দূর হইলে, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও অন্তর্ঘাতমূলক কাজ মাথাচাড়া দিলে এবং দেশের রাষ্ট্রীক ও সামাজিক জীবন অসুস্থ হইয়া পড়িলে এই দিনটির কোন্ তাৎপর্য আমরা বিশ্ববাসীর কাছে তুলিয়া ধরিব তাহাই প্রশ্ন।

স্বাধীনতা দিবসের মন্ত্র

শ্যামলী দে

স্বাধীনতা প্রাপ্তির চল্লিশ বছর গর্বের সঙ্গে কাটিয়ে দেশের সার্বিক উন্নয়নের মূল্যায়ন করতে বসে অনেকেই হতাশার বাণী ব্যর্থতার কথা শোনাবেন, অভাব অনটন, যন্ত্রণা, অশিক্ষ, বেকার বঞ্চনার ইতিহাস তুলে ধরে রাখার আগ্রহ সকলেরই।

কিন্তু এই বিশ্লেষণে না গিয়ে কৃষি শিল্প, বিজ্ঞান, কারিগরী প্রযুক্তিতে স্বয়ং সম্পূর্ণ ভারতবর্ষে একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে কতটুকু দায়িত্ব পালন করেছি? সরকারের মুণ্ডপাত না করে, প্রশাসনকে গালাগালি না দিয়ে, উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সমালোচনা না করে আমরা ভারতবাসীরা কতখানি স্বদেশপ্রেমে উদ্‌বুদ্ধ হয়েছি? কতখানি সমাজ সচেতন আমরা? জাতীয় স্বার্থে আমাদের ত্যাগ কতটুকু? জাতীয় সংহতি রক্ষায় আমরা কতখানি উদার? আমাদের সততা নিষ্ঠা দেশপ্রেম বাড়ছে না কমছে? কেন আমরা স্বার্থান্বেষীর মত জাতীয় সম্পত্তির প্রতি অবহেলা করছি? অরণ্য ধ্বংস, কর ফাঁকি দেওয়া, সমাজ বিরোধীদের প্রশয় দেওয়া, সমাজ সেবার নামে নিজের হাতে আইন তুলে নেওয়া আমরা নিজেরাই বন্ধ করতে পারি। শিশু খাদ্যে ভেজাল, ওষুধে বিষ মেশানো, সরকারী অর্থের অপচয়, রাজনীতির নামে ব্যক্তি পূজো করে আমরাই তো প্রগতিশীল দেশকে নীচে নামিয়ে দিচ্ছি। সেখানে আমাদের মুখে বড় আদর্শের কথা মানায় না।

আজ সবচেয়ে প্রয়োজন আমাদের আত্মশুদ্ধি। আমরা অফিসে কাজ করবো না, শিল্প উৎপাদনে ব্যাহত করবো, শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি করবো, এই সব করে কোন স্পর্দ্ধায় বলব দেশ অবক্ষয়ের দিকে যাচ্ছে? এ কথা বলার কোনো অধিকার নেই।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির দিন এই শপথ নেব নূতন ভাবে দেশ গড়ার আগে প্রথম মন্ত্র হ'ক আত্মসমালোচনা, আত্মশুদ্ধি ও আত্ম বিশ্লেষণ। "আমি দেশের জন্য কতটুকু সৎভাবে সেবা করব। দেশ মাকে যদি নিজের মা বলে ডাকতে পারি তবে দেশে প্রকৃত শান্তি উন্নতি প্রগতি আসবে। এই আমার শপথ।"

নবীনের চোখে স্বাধীনতা

সাধনকুমার দাস

আমরা নবীনরা জন্মেছি স্বাধীন ভারতবর্ষে, কিন্তু যারা পরাধীনতা থেকে স্বাধীনতার উত্তরণের সময়ের মানুষ—তত্ত্ব দিয়ে নয়, আবেগ দিয়ে তারাই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন স্বাধীনতার গৌরব, স্বাধীনতার মাহাত্ম্য। আমরা যারা স্বাধীনতার সঙ্গে বেড়ে উঠেছি—তারা স্বাধীনতাকে পেয়েছি ন্যায্য পাওনা হিসেবে, তাই এর মূল্য আর গুরুত্ব আমরা বুঝব না। দু'শো বছরের অন্ধকার থেকে স্বাধীনতার সূর্যালোকে আসার ব্রাহ্ম-মুহূর্তটিকে আমরা প্রত্যক্ষ করিনি, স্বাধীনতা তাই আমাদের কাছে স্বচ্ছন্দ, স্বাভাবিক, আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতর থেকে উৎসারিত। কোনদিক থেকে আমরা সুখে আছি, কোথায় আমাদের নিরপেক্ষ স্বাচ্ছন্দ্য—এর সম্যক বোধ আমাদের নেই বলেই আমাদের কাছে শুধু স্বাধীনতার বয়স বাড়ে—মর্যাদা বাড়ে না। আমরা নবীনরা—একে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে পারি না, আবার কোথায় এর সত্যতা—তাও উপলব্ধি করতে পারি না। আর পাঁচটা পর্বদিনের মতো তাই ১৫ই আগষ্টকেও পালন করি গতানুগতিকতায়—ক'জন বিপ্লবীর ছবিতে টাটকা কেনা রজনীগন্ধার মালা পরিয়ে, ক'টা রক্ত গরম করা দেশাত্মবোধক গান গেয়ে আর কিছু উত্তেজক কথার ফুলঝুরি ফুটিয়ে।

আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি আজ চল্লিশ বছর, কিন্তু স্বাধীনতার সংজ্ঞা আজও কেউ নির্দ্ধারণ করতে পারি না। আমরা কোথায় যাচ্ছি জানি না, স্বাধীনতার সোনার ফসল এদেশের কোথায় কোন্ জমিতে ফলছে—তারও হদিশ জানা নেই। অথচ দিন মাস বছর চলে যাচ্ছে—জটিলতা বাড়ছে বই কমছে না। স্বাধীনতার চেতনা বিকশিত হচ্ছে না বলে স্বাধীনতাও পৌঁছে যাচ্ছে অসার, যান্ত্রিক কেতাবি একটা মনগড়া সংজ্ঞায়। স্বাধীনতার আগের যত উদ্বেগ-আকুলতা ছিলো, স্বাধীনতার পর দেখা যাচ্ছে তাকে রক্ষা করা আরও শক্ত। আমরা যেন আবার পরাধীন হয়েছি স্বাধীনতার আদর্শের কাছে।

স্বাধীনতা ছিলো না—অর্জিত হয়েছে। আমাদের বীর সন্তানরা এক নদী রক্ত ঢেলে ফিরিয়ে এনেছে দেশের হারানো মর্যাদা। আমরা এখন ইচ্ছেমতো বসছি, উঠছি, স্বাধীনভাবে আমাদের মত প্রকাশ করতে পারছি। কিন্তু তার বেশী কি হয়েছে? পরাধীন যুগে আমরা মার খেয়েছি, তবু এগিয়ে গেছি। কিন্তু ৪৭ এর পর ভারতের সংহতি, মূল্যবোধ, স্বাধীনতা আঘাতে আঘাতে বিপর্যস্ত হয়েছে। এখনও হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"শুধু ইংরেজদের প্রতি বিদ্বেষই, যদি আমাদের সকলকে মিলিয়ে দিয়ে থাকে, তাহলে যখন ইংরেজ থাকবে না, তখন আমাদের কে (৩য় পৃষ্ঠায়)

১৯৮৭

(কবি সুকান্ত অনুকরণে)

সনৎ ব্যানার্জী

অবাক পৃথিবী অবাক করলে মোরে,
আদিবন্যতা আজো হেরি চারিধারে!
চারদশকের স্বাধীনতা শেষে হেরি,
মানুষের পায়ে এখনো শোষণ বেড়ি।
বিশ শতকের শেষের ঘন্টা বাজে,
ক্ষুধিত জনতা দিকে দিকে তবু রাজে।
শাসনের নামে আজিও শোষণ চলে,
শোষিত মানুষ মোহিত যে মিছা
বোলে।
অবাক পৃথিবী অবাক করলে তুমি,
জলে না আগুন, তবুও নীরব ভূমি।
করাঘাত মাথে, ডাকে শুধু ভগবানে,
শীতল শোণিত, উষ্ণতা নাহি জানে।
সেলাম পৃথিবী সেলাম তোমারে
সেলাম,
কোথা বিপ্লব, স্বপ্নই দেখে গেলাম!

এদের কি ভোলা যায় ?

বরুণ রায়

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের ৪০ বর্ষ পূর্ত্তি উৎসবের এই মুহূর্ত্তে দেশের রেডিও, টি-ভি প্রভৃতি সরকারী প্রচার মাধ্যমে গান্ধীজী ও নেহরু পরিবারের নানা গুণবর্ণনা বহুভাবে উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হচ্ছে। এমন একটা ভাব দেখানো হচ্ছে যেন একমাত্র গান্ধীজী ও নেহরু পরিচালিত অহিংস সংগ্রামের মধ্য দিয়েই আমাদের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। সবকিছুই রঙ্গীন চশমার মধ্য দিয়ে দেশবাসীকে দেখতে হচ্ছে। তবে কি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে যা কিছু অবদান তা শুধু ক্ষমতালোভী ধনিকচালিত আপোষকামী কংগ্রেসী নেতৃত্বের ?

আর যারা ঐক্যবদ্ধ অখণ্ড ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য বোমা পিস্তল নিয়ে সর্বস্বপণ করে অকুতোভয়ে লড়েছে, হাসিমুখে চিরদারিদ্র বরণ করে নিয়েছে, ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দিয়েছে, দ্বীপান্তরে অমানুষিক নির্যাতনের ফলে পাগল হয়ে গিয়েছে সেই সব ঘরছাড়া মানুষের কথা আমরা ভুলে যাব ? ভুলে যাব আজাদ হিন্দ ফৌজের অখ্যাতনামা সেইসব অমর যোদ্ধাদের কথা যারা চরম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ব্রহ্মদেশ ও আসামের অরণ্য-পাহাড়ের মধ্যে ঘন বর্ষায় অনাহার ও নিশ্চিত মৃত্যুকে সামনে রেখে 'চলো দেহলি' বলে আজাদীর পতাকাকে আকাশে তুলে ধরেছিল ? যারা চরম অনাহারের মধ্যেও সদম্ভে ঘোষণা করেছিল—"হাম গোলামীকা রোটি ঔর মখমল সে আজাদীকা ঘাঁস জাদা পসন্দ করতে হেঁ ?" দেশ ও বিদেশের মাটিতে হাজার হাজার সেইসব অজ্ঞাত সৈনিকরা যারা স্বাধীনতার সংগ্রামে অবর্ণনীয় ত্যাগ ও দুঃখবরণ করেছে অথচ খবরের কাগজে যাদের নাম কোনদিন ছাপা হয়নি তাদের কথা কি আমরা আজ ভুলে যাব ?

যাঁরা গোপন অন্ধকারে বিদেশী শোষকদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র চালিয়ে দেশকে ভাগ করে, কোটি কোটি মানুষকে উদ্বাস্তু করে, লক্ষলক্ষ সংগ্রামী মানুষের ঐক্যবদ্ধ অখণ্ড ভারতবর্ষের স্বপ্নকে চুরমার করে ক্ষমতার আসনে বসলেন তাঁরাই আজ ইতিহাসের নায়ক, পরম বীর ! আর যাদের রক্তমূল্যে তাঁরা ক্ষমতার সিংহাসনে বসলেন তাদের কথা স্মরণ করা চলবে না। —ইতিহাসের কি নির্মম পরিহাস ! স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে যার যেটুকু অবদান তার যথাযোগ্য মূল্যায়ন এবং যোগ্য স্বীকৃতিদানে কেন আজ এই সরকারী অনীহা ? আজকের সভ্য-পণ্ডিতরা প্রভুদের গুণবর্ণনায় যতই উচ্চকণ্ঠ হোক্ ইতিহাসকে যতই বিকৃত করার চেষ্টা করুক, স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা রক্ত ঢেলেছে তাদের সকলের কথাই দেশবাসী মনে রাখবে। কালের কষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে তাদের যথাযোগ্য আসন একদিন ভবিষ্যৎ ইতিহাসে অবশ্যই স্থান পাবে।

এদের ভুলিনি

আজ আমাদের স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৪০তম বর্ষপূর্ত্তির পুণ্যক্ষণে স্মরণ করি সেই-সব বিশিষ্ট মানুষদের যাঁরা জঙ্গিপুর মহকুমার স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়ে অশেষ দুঃখ বরণ করেছিলেন। এঁদের ত্যাগ ও দুঃখ-বরণের মধ্য দিয়েই পরাধীন দেশের স্বাধীনতা এসেছে একথা যেন আমরা ভুলে না যাই।

মহকুমার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের তালিকা :

নলিনী বাগচী, নলিনীকান্ত সরকার, শ্যামাপ্রসাদ সিংহ, ভগবতীচরণ নিয়োগী, শৈলেশচন্দ্র রায়, কুলেশচন্দ্র মিশ্র সুকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীশচন্দ্র সরকার, বিষ্ণু সরস্বতী, দুর্গাশঙ্কর শুকুল, বিজয়কুমার ঘোষাল, অবিনাশচন্দ্র মৈত্র, শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়, বিদগ্ধগোপাল দাস, রোহিণীকুমার রায়, বিনয় গোপাল ঘোষ, মধুসূদন মার্জিত, শ্রীপতি-ভূষণ দাস, বলেন্দ্রনাথ রায়, দিবাকর ঘোষ হাজরা, প্রদ্যোত সাধু, অমিয় রায়, মৃণাল দেবী, ব্যোমভোলা সেন, সাকেত ব্রহ্ম, সর্বময় দেব-সরকার, প্রভাস সেনগুপ্ত, বসন্ত সরকার, শম্ভুচরণ রায়, ধরণী ঘোষ, জগদিন্দ্র চৌধুরী, গঙ্গাধর মুখার্জী, রমনীমোহন রায়, হরিগোপাল ভঞ্জ, সুরেন দাস, বনবিহারী ঘোষ, মুরলীধর গুপ্ত, কালিকুমার গুপ্ত, রাধানাথ চৌধুরী, দোকড়ি মজুমদার, ফণি মুখার্জী, যতীন ভট্টাচার্য, হেমন্তকুমার সরকার, সুধীর ঘোষাল, হরিরঞ্জন কৈলঠ্যা, দেবব্রত ঘোষাল, সুধীর মুখার্জী, রামকুমার সেন, শিবানী সেন, পুষ্পিতানাথ চট্টোপাধ্যায়, বরুণ রায়, শচীন সেন, দ্বীপেন মজুমদার, মদন দাস, কালিপদ ত্রিবেদী, শঙ্কর রায়।

স্বাধীনতা সংগ্রামে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য যাঁরা তাম্রপত্র পেয়েছেন :

৺বিজয়কুমার ঘোষাল (কারাবরণ ৩ বার), ৺জগদিন্দ্রনাথ চৌধুরী (কারাবরণ ১ বার), ৺সুধীর মুখার্জী (কারাবরণ ৩ বার), ৺রামকুমার সেন (কারাবরণ ২ বার), বরুণ রায় (কারাবরণ ৬ বার), শচীন সেন (কারা-বরণ ২ বার)।

যা চান তাই পাবেন
অ ব শে ষে
ভোম্বল পণ্ডিতের দোকান
(রঘুনাথগঞ্জ বস্ত্রালয়ের সামনে)
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

স্বাদহীনতা

পরাধীন ভারতের জহরলালজী ক্ষমতা পাইলে মুনাফাখোর, কালোবাজারী, ভেজাল দ্রব্য বিক্রেতাদের লাইট পোস্টে ফাঁসি দিবার ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া বক্তৃতার পর বক্তৃতা দেশবাসীকে শুনাইয়া ছিলেন। তিনি ক্ষমতার উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। দেশ ভরসা পাইল—ভেজাল খাদ্য আর খাইতে হইবে না। দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিরা কাঁপিয়া উঠিল। মনে করিল—বাপ্‌রে ! প্রাণদণ্ড হইবে ! বিহার ব্যবস্থাপক সভায় উচ্চ কণ্ঠে ঘোষিত হইল কংগ্রেসী অমুক অমুক সদস্যের আত্মীয় অমুক বাবু অমুক বাবু গুড়ের পারমিট লইয়া কালোবাজারে বহুত মুনাফা করিয়াছে। সকলেই চাইয়া থাকিল জহরলালজীর বিচারের দিকে। কা কস্য পরিবেদনা। কোন অপরাধীরই কেশাগ্র স্পর্শ করা হইল না। এইভাবে জহরলালজীর "গোদা পায়ের লাথি"র কিস্মত সকল দুর্বৃত্তই বুঝিতে পারিল—ইনি বাক্য-বীর, কর্ম্মবীর নহেন। চতুর্গুণ উৎসাহে দেশে দুর্নীতি চলিতে লাগিল। জহরলালজী নির্ব্বাচনে ভোটের দালালী করিতে আসিয়া আবার ধাপ্পা দিয়া কাজ হাসিল করিলেন। এবার বলিলেন—সাধারণ নির্ব্বাচনের পর কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টের সব দুর্নীতির অবসান ঘটাইবেন। সব বিধান সভায়, জহরলালজীর কংগ্রেসের সংখ্যাধিক্য। সংখ্যাধিক্যের জোরে সব আইন পাশ হইয়া যাইতেছে। লাইট পোস্টে ফাঁসি দিবার আইন করার সুযোগ তাঁহার হইল না। আইন নাই বলিয়া এই সব অপরাধীকে সাজা দেওয়া হয় না। ঘি বলিয়া যে সব দ্রব্য বিক্রয় হইতেছে তাহা ঘি নয়। ময়দার মধ্যে কি না খাই আমরা ! চিনির সঙ্গে কাঁচ গুড়ো, বালি অবাধে চলিতেছে। চাউলে কাঁকরের আবির্ভাব অভিনব। সব জিনিসের স্বাদ আর পুরাতন কালের মত নাই। সকল জিনিসেই স্বাদ-হীনতা অনুভূত হইতেছে।

রচনা : দাদাঠাকুর
জঙ্গিপুর সংবাদ
২০শে আগষ্ট, ১৯৫২

নবীনের চোখে স্বাধীনতা

(২য় পৃষ্ঠার পর)

মেলাবে ?' আজ তাই আমাদের সকলকে মেলাবার কোনো সার্থক বিকল্প নেই বলে নিজেদের মধ্যে হানাহানি করছি, দিকে দিকে জাতিবিরোধ, ধর্মবিরোধ, ভাষাবিরোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে।

স্বাধীনতার অর্থকে নতুন করে মূল্যায়ন করার জন্য আবার দেশব্যাপী একটা নব-জাগরণ দরকার। সেই নবজাগরণ আসবে আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যকে সামনে রেখে নৈতিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। সেদিন আমরা সত্যিকারের স্বাধীনতা পাবো।

খুনের অভিযোগে সি আই এস এফের দুই কর্মী গ্রেপ্তার

ফরাক্কা ঃ গত ১৭ আগষ্ট দুপুর দু'টো নাগাদ পলাশী গ্রামের কাছে লক গেটের ধারে ব্যারেজের সংরক্ষিত এলাকার মধ্যে ঐ গ্রামের নরেন্দ্র ঘোষের গরু ঢুকে গেলে সি আই এস এফের কর্মীরা বাধা দেয় এবং নরেনকে নানা প্রশ্ন করে। কয়েকজনের সামনেই নাকি এই ঘটনা ঘটে। এদিকে দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যে নেমে এলেও নরেন বাড়ী ফিরে না আসায় গ্রামবাসীরা সন্দেহ করে সি আই এস এফ বাহিনী নরেনকে মেরে লক চ্যানেলের গভীর জলে ফেলে দিয়েছে। এর পর প্রায় ৪/৫শো বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসী সি আই এস এফের ক্যাম্প অফিসে চড়াও হয়ে টেবিল, চেয়ার, টেলিফোন ভাঙ্গচুর করে। সেই সময় বেনিয়াগ্রাম ক্যাম্পের এক সি আই এস এফ কর্মী বেতন নিতে এলে তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে পলাশী গ্রামের একটি ঘরে আটক করে রাখা হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দশজন গ্রামবাসীকে গ্রেপ্তার করে ও উক্ত কর্মীকে উদ্ধার করে। গ্রেপ্তাদের প্রতিবাদে স্থানীয় বিধায়ক আবুল হাসনাৎ সহ প্রায় দু'শো গ্রামবাসী সি আই এস এফ কর্মীদের গ্রেপ্তার ও তাদের লোকদের মুক্তির দাবীতে ফরাক্কা থানা ঘেরাও করলে পুলিশ দু'জন সি আই এস এফ কর্মীকে গ্রেপ্তার করে। পরে এস ডি পি ও এবং সি আই-এর উপস্থিতিতে রাত্রি ন'টা নাগাদ লক চ্যানেলে জাল ফেললে নরেন্দ্র ঘোষের মৃতদেহ পাওয়া যায়। পুলিশ উভয় পক্ষের আসামীদের জঙ্গিপুর কোর্টে চালান দেয়।

গ্রামের ডোবায় যুবতীর মৃতদেহ

বাণীপুর ঃ গত ৮ আগষ্ট রঘুনাথগঞ্জ থানার ঘোড়শালা গ্রামের এক ডোবা থেকে পুলিশ জনৈকা যুবতীর মৃতদেহ উদ্ধার করে। প্রকাশ, মৃতা যুবতীর বাড়ী কালিয়াচক থানার এক গ্রামে। ঐ গ্রামের এক যুবকের সঙ্গে সে পালিয়ে আসে। খুনের ব্যাপারে পুলিশ অনুসন্ধান চালাচ্ছে। যুবকটি ফেরার।

স্বাধীন ভারতবর্ষের চল্লিশ বছর

স্বাধীন ভারতবর্ষ গত চারটি দশক ধরে সর্ব্বক্ষেত্রেই এগিয়ে চলেছে। আমরা সবাই একই সঙ্গে কাজ করে চলেছি-একটি এবং কেবলমাত্র একটি লক্ষ্যের পথে—ভারতকে সর্ব্বক্ষেত্রে উচ্চে তুলে ধরবার জন্যে।

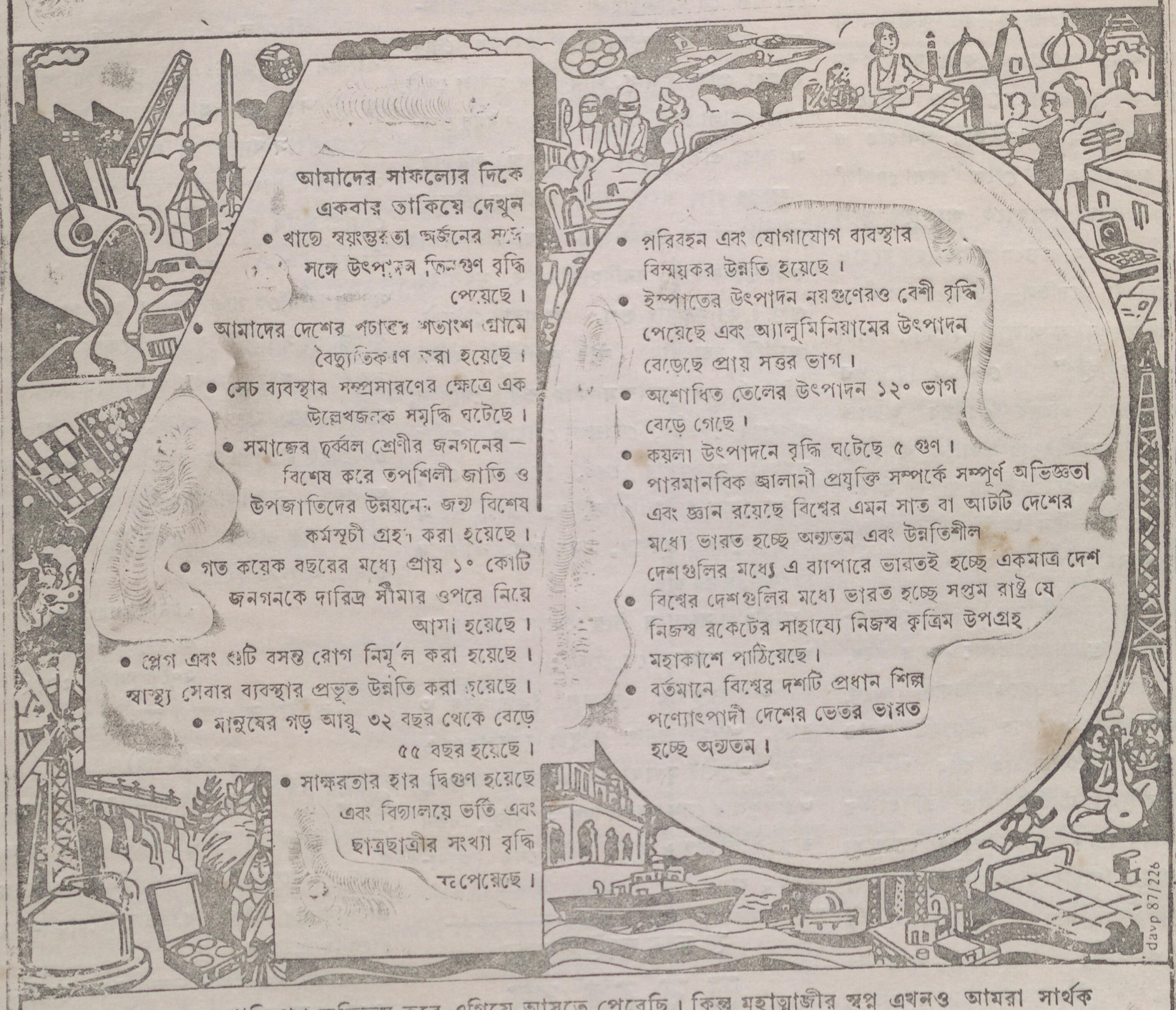

আমরা অনেকখানি পথ অতিক্রম করে এগিয়ে আসতে পেরেছি। কিন্তু মহাত্মাজীর স্বপ্ন এখনও আমরা সার্থক করে তুলতে পারিনি ঃ প্রতিটি মানুষের চোখের জল মুছিয়ে দেবার স্বপ্ন। এ জন্যে আমাদের আরো অনেক পথ অতিক্রম করতে হবে। কিন্তু প্রগতি ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে আমরা যে সাফল্য অর্জন করতে পেরেছি তার জন্যে সঙ্গত কারণেই আমরা আমাদের মাথা উঁচু করে থাকতে পারি।

আমাদের প্রগতির জন্যে আমরা গর্বিত

পুরসভা অডিটারের সব খরচই যোগাচ্ছেন

ধুলিয়ান : স্থানীয় পুরসভায় ৪৫ দিনের জন্য দু'জন অডিটার অডিট করছেন। শোনা যাচ্ছে, এঁদের থাকা খাওয়া সব খরচই নাকি বহন করছেন পুর কর্তৃপক্ষ। এঁদের দেখভাল করার জন্য নীরেন প্রামণিক নামে জনৈক ব্যক্তিকে অস্থায়ীভাবে নিয়োগও করা হয়েছে। স্থানীয় জনগণের প্রশ্ন, পুরসভা আইনতঃ এই ব্যয় করার হকদার কিনা? যদি তা না হয় তবে কোন অধিকার বলে তাঁরা জনগণের অর্থ বেআইনীভাবে অপচয় করছেন? তাঁরা আরোও জানান, এই পুরবোর্ডে ক্যাজুয়াল কর্মী নিয়োগ রেওয়াজে দাঁড়িয়েছে। আজ পর্য্যন্ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত বহু কর্মীকে ক্যাজুয়াল নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। জনগণের অভিযোগ, পুরপতি নিজের ভাবমূর্ত্তি নূতন ঢঙে তৈরী করতে বেকারদের অভাবের সুযোগ নিচ্ছেন।

সরকারী ত্রাণ নেই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিডিও-র কাছে জবাবদিহি চান —কেন তিনি নীরব দর্শক হয়ে বসে আছেন বন্যা কবলিত মানুষদের সাহায্যে না গিয়ে। বিধায়ক আরো বলেন—মহকুমা শাসকের দপ্তর থেকে ১৫১ (৩৯) ই/এন নং পত্রে বিডিওকে বন্যা সংক্রান্ত রিপোর্ট পাঠাতে বলা হলেও আজ পর্যন্ত কোন রিপোর্ট পাঠানো হয়নি। বিডিও রিলিফ ইন্সপেক্টরকে দিয়ে জলবন্দী মানুষদের উদ্ধার করারও কোন ব্যবস্থা করেননি। অমানবিক সব কাণ্ড কারখানা চলছে রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লক অফিসে। বন্যা দুর্গতদের একজন বললেন—সরকার যেহেতু উত্তরবঙ্গের বন্যা নিয়ে ব্যস্ত এবং আমাদের সাহায্য দিতে অক্ষম সেহেতু বামফ্রন্টের স্থানীয় নেতারা আমাদের ধারে কাছেও ভিড়ছেন না। মানুষের বিক্ষোভের চাপে বন্যার দশদিন পর জরুরী আলোচনা ও বন্যা দুর্গতদের কিভাবে সাহায্য করা যায় এই মর্মে বিডিও প্রধান ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরে এক চিঠি (নং ৯৮১ (ই/এন) তাং ১৯-৮-৮৭) ইস্যু করেছেন। বিধায়ক হাবিবুর রহমানের কাছে বিডিও স্বীকার করেন—ত্রাণ সামগ্রীর ব্যাপারে তিনি ব্যক্তিগতভাবে জেলা শাসকের কাছে তারবার্তা পাঠিয়ে দুর্গত মানুষদের সেবার ব্যবস্থা নিচ্ছেন।

কারুশিল্প প্রতিযোগিতা—১৯৮৭

কারুশিল্পে উৎকর্ষ সাধন এবং কারু শিল্পীদের উৎসাহ দানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্পাধিকারের পরিচালনায় বিভিন্ন কারুশিল্পে নিযুক্ত শিল্পীদের শিল্প সামগ্রীর উপর প্রতিযোগিতা ১৯৮৭ সালের ১৯-১০-৮৭ তারিখে মুর্শিদাবাদ জেলা শিল্পকেন্দ্র, সি, আর, দাস রোড বহরমপুরে অনুষ্ঠিত হইবে। এই জেলাভিত্তিক প্রতিযোগিতায় চারটি প্রথম পুরস্কার টাকা ২৫০-০০ হিসাবে। চারটি দ্বিতীয় পুরস্কার টাকা ১৫০-০০ হিসাবে এবং চারটি বিশেষ পুরস্কার টাকা ১০০-০০ হিসাবে দেওয়া হইবে।

শিল্পীগণ তাঁহাদের শিল্প সামগ্রী জেলা শিল্প কেন্দ্রে ১২-১০-৮৭ তারিখের মধ্যে অবশ্যই জমা দিবেন। কেবলমাত্র হস্তশিল্পে নিযুক্ত ও জীবিকাধীন শিল্পীরাই এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

জেলা ভিত্তিক প্রতিযোগিতার পর কলিকাতায় প্রাদেশিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে। এই প্রতিযোগিতায় ২৫টি প্রথম পুরস্কার টাকা ৫০০-০০ হিসাবে। ২৫টি দ্বিতীয় পুরস্কার টাকা ৩০০-০০ হিসাবে এবং ২৫টি বিশেষ পুরস্কার টাকা ১৫০-০০ হিসাবে দেওয়া হইবে।

প্রাদেশিক প্রতিযোগিতার শিল্প সামগ্রী হইতে জাতীয়স্তরে প্রতিযোগিতার জন্য পুনরায় বিবেচিত হইবে।

সর্ব্বস্তরের প্রতিযোগিতার বিচারক মণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্পাধিকার, পশ্চিমবঙ্গ

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

হারিয়েছে

গত ১৯৮৪ সালের নভেম্বর মাসে M/s নন্দলাল শঙ্করলাল নামের সেলসট্যাক্স ডিক্লারেশন ফরম নং XXIV 6068951 to 6068953 এর Counterpart ও Declaration Register সহ হারাইয়া গিয়াছে। কোন সহৃদয় ব্যক্তি পাইয়া থাকিলে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

যোগাযোগের ঠিকানা :

নন্দলাল শঙ্করলাল

পোঃ ধুলিয়ান (রতনপুর)

ডাক বাংলা মোড়, জেলা মুর্শিদাবাদ

কর্মী চাই

"জঙ্গিপুর ব্যবসায়ী সমিতির জন্য একজন পার্টটাইম যুবক কর্মী প্রয়োজন। নিজস্ব সাইকেল থাকা দরকার। সর্ত্তাদি যোগ্যতা অনুযায়ী পরে ঠিক করা হবে। সাতদিনের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় লিখিত দরখাস্ত করুন।

বলরাম চক্রবর্ত্তী

সভাপতি, জঙ্গিপুর ব্যবসায়ী সমিতি

ফুলতলা, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ

বিজ্ঞপ্তি

জঙ্গিপুর প্রথম মুনসেফী আদালত

মোঃ নং ১৬ /৮৭ অন্ত

বাদী

জনাব নৈমুদ্দিন সেখ পিতা মৃত কুতুবুদ্দিন সেখ সাং সেলিমপুর পোঃ ঔরাঙ্গাবাদ থানা সুতী জেলা মুর্শিদাবাদ।

বনাম

বিবাদী

খলোয়া সেখ পিতা মৃত কয়েস সেখ পিতা মৃত জমিরুদ্দিন সেখ সাং সেলিমপুর (ইছলিপাড়া) পোঃ ঔরাঙ্গাবাদ থানা সুতী জেলা মুর্শিদাবাদ দিং

উপরোক্ত নম্বর মোকদ্দমা বাদী নিম্ন বর্ণিত সম্পত্তিতে "স্বত্ব সাব্যস্তে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা ও Mandatory নিষেধাজ্ঞা প্রাপন" প্রার্থনায় সেলিমপুর তথা ইছলিপাড়া গ্রামবাসীগণ পক্ষে মাতব্বর উমর আলি সেখ পিতা মৃত মুন্সী মোড়ল সাং সেলিমপুর (ইছলিপাড়া) থানা সুতী জেলা মুর্শিদাবাদ মহাশয়কে ৩নং বিবাদী শ্রেণীভুক্ত করিয়া তাহার বিরুদ্ধে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের অর্ডার ১ রুল ৮ ধারা মতে মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা উক্ত গ্রামের গ্রামবাসীগণ তথা মাতব্বর তথা সকল স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে জ্ঞাত করা না যায় যে, কেহ ইচ্ছা করিলে উক্ত মোকর্দ্দমায় বিবাদী শ্রেণীভুক্ত হইয়া মোকর্দ্দমা Contest করিতে পারেন। উক্ত মোকর্দ্দমার ধার্য্য দিন আগামী ১৪-৯-৮৭ তারিখে ধার্য্য আছে। উক্ত ধার্য্য দিনে আদালতে স্বয়ং অথবা নিযুক্ত এ্যাডভোকেট বা উকিল মারফৎ হাজির হইয়া আবশ্যকীয় তদ্বিরাদি না করিলে আইন মোতাবেক মোকর্দ্দমা শুনানী ও নিষ্পত্তি হইবে।

তপশীল চৌহদ্দি

জেলা মুর্শিদাবাদ থানা সুতী মৌজা ইছলিপাড়া মধ্যে

	খং নং	দাগ নং	রকম	পরিমাণ
ক)	১৪৩৩	১৪৩৮	বাগান	·৫১ শতক
খ)	১১৯২/১	১০০৪	রাস্তা	·১৪ শতক

By order of the Court
Anil Kr. Majhi
Sheristadar
Munsif 1st Court, Jangipur

সিটুর অভিযোগ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জমি এই প্রকল্পের জন্য প্রয়োজন তার অধিগ্রহণের কাজ পশ্চিমবঙ্গে সময়মত হয়ে গেলেও বিহারের জমি পেতে দেরী হওয়ার ফলে কয়লা আনার জন্য রেলপথ তৈরী হতে ৩।৪ বৎসর দেরী হয়ে যায়। এখনও রেলপথ সম্পূর্ণ হয়নি। ফলে যে পদ্ধতিতে কয়লা আনা হচ্ছে তা অপ্রতুল ও অনিয়মিত। তদুপরি এই কয়লা নিম্নমানের হওয়ায় তার উৎপাদন শক্তি কম ও ছাইয়ের মাত্রা অনেক বেশী। 'কোল হ্যাণ্ডলিং প্ল্যান্ট' সম্পূর্ণ হবার আগেই বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয়। ছাই বের করার পদ্ধতিতে (অ্যাস ডিসপোজাল সিষ্টেম) ত্রুটি থাকায় ছাই জমে যাচ্ছে। ফলে দুটো ইউনিটের একটা বন্ধ রাখতে হচ্ছে। এবং সে কারণে ৪০০ মেগা-ওয়াটের দুটি ইউনিট কোনদিনই একত্রে চালু করা সম্ভব না হওয়ায় ২০০ মেগাওয়াটের বেশী বিদ্যুৎ কখনও উৎপাদন হয়নি। অতএব শ্রমিকদের অন্তর্যাতে ৪০০ থেকে ৭০ মেগাওয়াটে উৎপাদন নেমে আসার অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অসত্য। এদিকে স্থানীয় জনগণের অসন্তোষ মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্ত আন্দোলনের সৃষ্টি করছে। তাদের অসন্তোষের কারণ হচ্ছে, জমি অধিগ্রহণের সময় কথা দেওয়া হয় ক্ষতিগ্রস্ত জমি মালিকদের পুত্র কন্যাদের প্রকল্পে স্থায়ী চাকরী দেওয়া হবে। কিন্তু তা কাজে রূপায়িত হয়নি। উপরন্তু প্রকল্পের কাজে ঠিকাদার বা স্থায়ী কাজে মজদুর নিয়োগের ক্ষেত্রেও তাদের দাবীর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়নি। এন, টি, পি, সির শ্রমিকদের উপর প্রথম থেকেই এই সমস্ত ঠিকাদাররা অত্যাচার চালিয়ে আসছিলেন। সিটু ইউনিয়ন গড়ে ওঠার মুহূর্তে তাই শতকরা ৭০ জনের প্রতিনিধিত্ব তাঁদের হাতে এসে যায়। এ কারণেই এই সংগঠনকে ভাঙ্গার এক ষড়যন্ত্র গড়ে উঠে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের ঐক্যবদ্ধতায়। তারাই নবতম কৌশলে ১৯ জুনের হাসপাতালের ঘটনা গড়ে তোলে। সিটু কর্মকর্তা পরিষদের এক মুখপাত্র জানান, চার্জশীট, সাসপেনশনের জন্য তাঁরা ভীত নন। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ক্ষেত্রে মাঝে মধ্যেই এ ধরনের আক্রমণ নেমে আসা স্বাভাবিক। তাঁরা আইনের মাধ্যমেই তার মোকাবিলা করবেন। আক্রমণ নামিয়ে এনে কখনও কোন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ভাঙ্গা যায়নি। তবে তাঁরা এও চান না যে আন্দোলনের ফলে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে কাজের গতি শ্লথ হোক। তাই তাঁরা পাশাপাশি কাজের গতি যাতে বিঘ্নিত না হয় সেদিকেও দৃষ্টি রেখে চলছেন। সে কারণেই ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে ম্যানেজমেন্টের অনুরোধ মত আলোচনার দুয়ার উন্মুক্ত রাখতে তাঁরা ১২ তারিখের প্রস্তাবিত ধর্মঘট স্থগিত রাখেন। তাঁরা আশা রাখেন কর্মকর্তাদের সদিচ্ছা জাগবে এবং আলোচনা টেবিলে ইউনিয়নের দাবীগুলির ফয়সালা করে প্ল্যান্টে সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করবে।

হালফিল চিত্র

(১ম পৃষ্ঠার পর)

থাকছেন। তারপর শুনানী হ'লে কি হবে তা তিনি বলতে পারেন না। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, তিনি কাজ চালাতে কোন অসুবিধা বোধ করছেন কিনা? উত্তরে পুরপতি জানান, ফাইনান-সিয়াল ব্যাপারে এখনতো এক্সিকিউটিভ অফিসারই ভারপ্রাপ্ত। সেদিক দিয়ে কোন অসুবিধা নেই। তবে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ তাঁকে জানিয়েছেন যেহেতু সুপারসিড কার্য্যকরী হয়েছিল, সেহেতু তিনি ভার নিলেও বোর্ড মিটিং ডেকে নূতন করে রজুলিউসনের কপি না দিলে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ তাঁর সইয়ে কাজ করতে পারছেন না। জানা যায়, ১৭ আগষ্ট পুরসভা পরমেশ পাণ্ডের সইয়ে চেক ভাঙ্গাতে দিলে ষ্টেট ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ তা ভাঙাতে রাজী হন না ও উপরিউক্ত অভিমত জানান। মহকুমা শাসককে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, ও ব্যাপারে তাঁর কিছু করার নেই। আইনগত ব্যাপারে কিছু অসুবিধাতো দেখা দিতেই পারে। এবং ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষও নূতন রেজুলিউসন চাইতে পারেন। উল্লেখ্য, পুরসভা অধিগ্রহণে দুটি সরকারী আদেশ ছিল। একটিতে পুর কমিশনারদের ক্ষমতা বাতিল ও দ্বিতীয়টিতে মহকুমা শাসককে এ্যাডমিনিষ্ট্রেটার নিযুক্ত করা হয়। সুপারসিডের আদেশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে পিটিশন দিলে হাই-কোর্ট সেই আদেশের উপর স্থগিতাদেশ দেন। কিন্তু এ্যাডমিনিষ্ট্রেটার প্রশ্নে কোন আদেশ দেননি। সেক্ষেত্রে মহকুমা শাসকের এ্যাডমিনিষ্ট্রেটার পদ থেকে অব্যাহতি পাওয়া ও পরমেশ পাণ্ডেকে কার্য্যভার বুঝিয়ে দেবার সুযোগ নেই। সে কারণেই আইনগত জট থেকেই যাচ্ছে। এই জট খুলতে পারে শুনানীর পর উচ্চ আদালতের রায় ঘোষিত হলে।

সংযোজন: সি, পি, আই লোকাল কমিটির সহ সম্পাদক এক চিঠি মারফৎ পুর কমিশনার দিলীপ সাহার লিখিত বিবৃতি পাঠিয়েছেন। তাতে দিলীপ সাহা জানাচ্ছেন, তিনি সি, পি, আই লোকাল কমিটির সদস্য ছিলেন, এখনও আছেন। কংগ্রেস পক্ষ থেকে সরে আসার জন্য চেষ্টা করেও তাঁদের ভয়ে তা পারছিলেন না। এখন তিনি কংগ্রেস পক্ষ ত্যাগ করলেন এবং বাম পক্ষের সমর্থক যেমন ছিলেন তেমনি রইলেন।

নিলাম

আগামী ১৯শে সেপ্টেম্বর বেলা ৩ ঘটিকায় ষ্টেট ব্যাঙ্কের জঙ্গীপুর শাখায় নিম্নলিখিত অনাদায়ী হিসাবের বন্ধকীকৃত সোনার গহনা প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করা হইবে। নিলামে অংশ লইতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ শাখা প্রবন্ধকের সঙ্গে অগ্রিম যোগাযোগ করিতে পারেন। কোনরূপ কারণ না দর্শাইয়া ঐ নিলাম সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে পূর্বে অথবা নিলাম চলাকালে স্থগিত রাখিবার অধিকার শাখা কর্তৃপক্ষের থাকিবে।

হিসাব নং: ২০/৭০, সুজনকুমার আরুকাই (উত্তরাধিকারীরা চিঠি লইতে অনিচ্ছুক), ২২/৫, পঞ্চানন রায়, ২৩/৮০ নুরুজ্জামান, ২৩/৮১ খাইরুজ্জামান, ২৪/১৩ বিশ্বরঞ্জন নাথ (উত্তরাধিকারীরা চিঠি লইতে অনিচ্ছুক), ২৫/৬০ নীরেন্দ্রকুমার দাস, এগ্রি ২৫/৬৮ আবদুল হান্নান।

শাখা প্রবন্ধক
ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া
জঙ্গীপুর শাখা

যৌতুকে VIP
সকল অনুষ্ঠানে VIP
ভ্রমণের সাথী VIP
এর জুড়ি কি আর আছে!
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের
VIP সেন্টারে
এজেন্ট
প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত